স্বাস্থ্য বিধান ঃ

- স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা।
- শোধন কারী বস্তু দিয়ে হাত ধুয়ে নিয়ে গুটি পোকার ঘরে প্রবেশ করা।
- গুটি পোকা পালন কারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে ঘরে প্রবেশ করতে না দেওয়া।
- ব্লিচিং পাউডার প্রতি ৫- ৬ দিন পর পর ঘরের চারদিকে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- রোগাক্রান্ত পলুগুলিকে সরিয়ে নিয়ে পুড়ে ফেলতে হবে।
- বিছানা পরিস্কার করার পরে ২% ব্লিচিং পাউডার দ্রবন দিয়ে ঘরের মেঝে ভাল করে মুছে দিতে হবে।

পলু পোকার রোগ দমনে সতর্কতা ঃ

- খুব যত্ন সহকারে রোগাক্রান্ত পলুগুলিকে সরিয়ে নিতে হবে।
- রোগাক্রান্ত পলুকে কখনো মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলতে নেই।
- ব্লিচিং পাউডার ও চুন যুক্ত গামলাতে রোগাক্রান্ত পলুগুলি রাখতে হবে।
- রোগাক্রান্ত পলু ধরার পর ভালকরে হাত ধুয়ে নিতে হবে।
- রোগাক্রান্ত পলুতে হাত দেওয়ার পর ভাল পলুতে হাত দেওয়া উচিৎ নয়।
- সুপারিশ করা পরিশোধক ব্যবহার করা উচিৎ।
- পরিণত পলু পালনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পলুর ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করতে পারে।
- পাতা তোলার জন্য আলাদা ঝুড়ি বা বেসিন ব্যবহার করতে হবে।

গরমকালে স্বাস্থ্য সম্মত পলু পালন ঃ

- পলু পালন করা ঘরে প্রবেশের পূর্বে ২% ব্লিচিং পাউডারের দ্রবনে হাত ধুয়ে নিতে হবে।
- পাপোছকে ৫% ব্লিচিং পাউডার এবং ০.৩% গুড়া চুনের দ্রবনে ভিজেয়ে নিয়ে পলুপালন ঘরের ঢোকার পথে রাখতে হবে।
- পলুর বিছানা পরিস্কারের পর ব্লিচিং পাউডারের দ্রবনে ঘরকে ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে।
- ঘরের গর্ত বা খুপরী বন্ধ করতে হবে যাতে পলুর পায়খানা এবং রোগ জীবানু গর্তে না থাকে।
- প্যারাফিন কাগজ একবার ব্যবহার করার পর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা চলবে না।
- রোগাক্রান্ত পলু / অসমান পলুকে তুলে নিয়ে ৫% ব্লিচিং পাউডারের পাত্রে রাখতে হবে।
- পলুর বিছানা পরিস্কার করার সময় পলিথিন কাগজ মেঝেতে বিছিয়ে নিতে হবে।
- পলুর ঘরের আবর্জনা পরিস্কার করার পর পলুর ঘর থেকে অনেক দূরে গর্তে ফেলতে হবে।
- একটি ডালায় যদি বেশী পরিমান পলু রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তাহলে ভালভাবে শোধন করা অন্য একটি ডালাতে পলুকে রাখতে হবে।

হাত ধুয়ে পলু পালন ঘরে ঢোকা

পলু ঘরের আবর্জনা ফেলা

রেশম পলু পালনে স্বাস্থ্য বিধান ও পরিশোধন

ডঃ গঙ্গেশ বাহাদুর সিংহ, ডঃ কনিকা ত্রিবেদী, শ্রী সব্যসাচী গঙ্গোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদ

অনুসন্ধান বিস্তার কেন্দ্র

বস্ত্র মন্ত্রালয়, ভারত সরকার

ইন্দ্রনগর, আগরতলা, পিন-৭৯৯০০৬, ত্রিপুরা।

- শোধন প্রক্রিয়া সফল পলু পালন ও রেশম পলুর রোগ নির্মূলীকরনের এক অপরিহার্য অঙ্গ।
- রোগ জীবানু খুব সহজেই ধ্বংস হয় না এরা উপযুক্ত মাধ্যমে অনেকদিন বেঁচে থাকে।
- গুটি পোকার একবার রোগে ধরে গেলে তার থেকে নিস্তার নেই তাই প্রতিরক্ষা আরোগ্যের চেয়ে বেশী জরুরী।
- শোধনের ক্ষেত্রে এমন স্বাস্থ্য বিধি গ্রহন করতে হবে যা গুটি পোকা পালনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ক) রাসায়নিক দ্বারা শোধন করা খ) বিছানায় ডাস্টিং দ্বারা শোধন।

পালন ঘরে রাসায়নিক শোধক ঃ

- ফরমালিন, ব্লিচিং পাউডার, মরা চুন, সেনিটেক প্রভৃতি।

লেবেক্স, বিজেতা, সেরিসিলিন ইত্যাদি ডাস্টিং করে পলুর বিছানা শোধন করা হয়ে থাকে।

- পালন ঘর গুটি পোকা পালনের ৪-৫ দিন পূর্বে ৫% ব্লিচিং ও ০.৩% মরা চুনের দ্রবনের সাহায্যে শোধন করে নিতে হবে।

পরিশোধনের জন্য দ্রবন তৈরীর পদ্ধতি ঃ

- ২০ লিটার জলে ৬০ গ্রাম গুড়া চুন মিশিয়ে নিতে হবে। (০.৩%)
- $\frac{১}{২}$ লিটার জলে ১ কেজি ব্লিচিং পাউডার গুলে নিয়ে একটি মন্ড তৈরী করতে হবে।
- ব্লিচিং পাউডার মন্ড গুড়া চুনের দ্রবনে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।
- তারপর একটি ঢাকনা দিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দিতে হবে, যাতে অমিশ্রিত অংশ তলায় পড়ে যায়।

৫% ব্লিচিং পাউডারের দ্রবন তৈরী এবং স্প্রে করার পদ্ধতি ঃ

- আরেকটি বালতিতে উপরের অংশের দ্রবনটিকে আলাদা করে নিয়ে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে স্প্রে করে শোধন করতে হবে।

প্রয়োজনীয় দ্রবনের পরিমান ঃ

- পালন ঘর শোধনের জন্য ২লিঃ / প্রতিবর্গ মিটার অথবা ১৮৫ মিলি / বর্গ ফুট (মেঝের ক্ষেত্রফলে) প্রয়োজন
- গুটি পোকা পালনের সরঞ্জামাদি শোধনের জন্য আরও ২৫% দ্রবনের প্রয়োজন পড়বে।
- গুটি পোকা পালন ঘরের বাইরে শোধন করতে হলে আরও ১০% দ্রবনের প্রয়োজন পড়বে।

উদাহরন ঃ

- যদি গুটি পোকা পালন ঘরের পরিমান (২০X ১৫) = ৩০০ বর্গ ফুট = ২৮ বর্গ মিঃ হয় তবে এই ঘরের জন্য দ্রবনের পরিমান = ২৮ X ২ = ৫৬ লিঃ।
- গুটি পোকা পালনের সরঞ্জামের জন্য দ্রবন দরকার হবে ৫৬ X $\frac{২৫}{১০০}$ = ১৪লিঃ।
- গুটি পোকা পালনের ঘরের বাইরের দিক শোধনের জন্য দ্রবনের পরিমান দরকার = ৫৬ X $\frac{১০}{১০০}$ = ৫.৬ লিঃ।
- তাহলে শোধনের জন্য মোট দ্রবনের পরিমান লাগবে (৫৬ + ১৪ + ৬) লিঃ = ৭৬ লিটার প্রায়।

ব্লিচিং পাউডার দ্রবনের ক্ষমতা ঃ

- ব্লিচিং পাউডার একটি কার্যকরী শোধক যা রেশম পলুর জীবানুকে ধ্বংস করে।
- ঘর বায়ু নিরুদ্ধ না হলেও ব্লিচিং পাউডার সমানভাবে কার্যকর।
- ক্ষুদ্র রেশম চাষীদের ক্ষেত্রে ব্লিচিং পাউডার দ্বারা শোধন খুবই সাশ্রয়ী।
- যেখানে ফরমালিন দিয়ে শোধন করার ক্ষেত্রে ২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস বা তার ও বেশী তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে শোধন করলে ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তার কার্যকারিতা বজায় থাকে।
- **লেবেক্স ঃ** লেবেক্স গঠন = ৯৭ভাগ চুন এবং ৩ ভাগ ব্লিচিং পাউডার।

বানানোর পদ্ধতি ঃ

- মরা চুন এবং ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে লেবেক্স তৈরী করা হয়।
- সাধারন চুনে জল ছিটিয়ে সারারাত রাখা হয়। এর পর এই চুন (CaO) মরা চুনে {ca $(OH)_2$} পরিণত হয়।
- চুন শুকিয়ে গেলে ভাল করে চালনি দিয়ে চেলে ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে আমরা লেবেক্স তৈরী করি। এই মিশ্রনে ১% কার্যকরী ক্লোরিন থাকে।
- লেবেক্স কে আমরা পলিথিন পেকেটে বায়ু নিরুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষন করে রাখতে পারি।

ব্যবহারের নিয়মাবলী ঃ

- লেবেক্স পাউডার মসলিন কাপড়ে গুটি পোকার বিছানায় প্রত্যেক ঘুম থেকে উঠার পর খাওয়ার দেওয়ার আধ ঘন্টা আগে ছিটিয়ে দিতে হবে। ৫ম স্তরের ৪র্থ দিনেও একবার লেবেক্স গুটি পোকার বিছানায় ছড়িয়ে দিতে হবে এবং পরের বার খাওয়ার দেওয়ার আগে বিছানা পরিস্কার করে দিতে হবে।
- গুটি পোকায় যদি রোগের কোন লক্ষন দেখতে পাওয়া যায় তা হলে ঐ বিছানা থেকে রোগযুক্ত পোকা সরিয়ে ফেলতে হবে এবং যতক্ষন না পর্যন্ত রোগের প্রাদুভাব কমছে প্রত্যেক দিন বিছানায় লেবেক্স দিতে হবে।